# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
## জনসংযোগ শাখা
## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

**নীতি-নির্ধারকদের দায়িত্বশীল আচরণ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে জনদুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব চট্টগ্রাম ফল ব্যবসায়ী সমিতির মতবিনিময় সভায় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত ও আচরণ, অপরিকল্পিতভাবে ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির হচ্ছে। বহদ্দারহাট ও স্টেশন রোডসহ নানা জায়গায় নালার উপর ফ্লাইওভারের পিলার স্থাপন করায় পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, নগরীর সকল সেবা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ছাড়া শতভাগ নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা দুরহ । নীতি-নির্ধারকদের দায়িত্বশীল আচরণ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে জনদুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব। মেয়র বলেন, ১৯৯৫ সনের ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়ায় অপকল্পিত নগরায়ন জনদুর্ভোগ বাড়িয়েছে। মেয়র রেলওয়ে মেনস সুপার মার্কেট ও ফলমন্ডি এলাকাকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিকল্প ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে বিকল্প ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হবে। ৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি. রবিবার, সকালে স্টেশন রোডস্থ ফলমন্ডি পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন। এ সময় মাননীয় মেয়র ওই এলাকার নালা থেকে মাটি ও আবর্জনা উত্তোলন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং ফল ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে চান। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ভারী বর্ষণে ফলের আড়ত এলাকা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত আড়তদারদের প্রতি সমবেদনা জানান । এ সময় চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া পরিষদের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক এবং রেলওয়ে

মেনস সুপার মার্কেটের প্রধান নির্বাহী শাহবুদ্দিন শামিম, ৩১নং আলকরণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর তারেক সোলায়মান সেলিম, ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিক প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম, মো. আনোয়ার হোছাইন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ শফিকুল মন্নান সিদ্দিকী, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ফরহাদুল আলম, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, বিপ্লব দাশ, সুদীপ বসাক, চট্টগ্রাম ফল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবদুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আলী আব্বাস খানসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২ হাজার ৩ শত ২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষনা করলেন মাননীয় মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য ২ হাজার ৩ শত ২৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষনা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন । এ প্রস্তাবিত বাজেটে গরীব ও সীমিত আয়ের নাগরিকদের বিশেষ কর সুবিধাসহ সেবার পরিধি বৃদ্ধি, উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি, সরকারের সিদ্ধান্ত ও জনপ্রত্যাশা সমন্বয় করে বাস্তবধর্মী হোল্ডিং কর সহ কোন খাতে কোন ধরনের কর বৃদ্ধি করা ছাড়াই শতভাগ উন্নয়ন, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও বাসযোগ্য নান্দনিক চট্টগ্রাম নগরী প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়। একটি মডেল মেগাসিটি নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে, বিশ্ব ইতিহাসে চট্টগ্রামকে ঐতিহ্যবাহী নগরী হিসেবে চট্টগ্রামবাসীর সর্বোচ্চ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পরিচ্ছন্ন ,আলোকিত, উন্নত যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বান্ধব, ক্লিন ও গ্রিন সিটির স্বপ্ন বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি. রবিবার, দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাধারণ সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাজেট ঘোষনা করা হয়। সভায় একই সাথে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৬ শত ৬২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেটও অনুমোদন দেয়া হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাজেটে বকেয়া কর ও অভিকর থেকে ১৮১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, হাল

ও অভিকর ৫০০ কোটি, অন্যান্য কর থেকে ১২৬ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ফিস আদায় বাবদ ৮৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, জরিমানা বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা, সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয় ৫৪ কেটি ৩৫ লক্ষ টাকা, সুদ বাবদ ৫ কোটি টাকা, বিবিধ আয় থেকে ২১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, ভর্তুকি বাবদ আয় ২২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি ৯৯৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এ ছাড়াও ত্রাণ সাহায্য ২০ লক্ষ টাকা, উন্নয়ন অনুদান ১২৯০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস থেকে ৪৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৩৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। বাজেট বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় প্রসঙ্গে বলেন, চট্টগ্রামকে গ্রিণ ও ক্লিন সিটিতে পরিণত করা, নগর ভবন নির্মাণ,চট্টগ্রাম মহানগরীতে মেট্রোরেল স্থাপন, মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ, ফিরিঙ্গি বাজার হতে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ,মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর উপর ওভারপাস নির্মাণ, ঢাকামুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ, টোল রোডের পাশে কন্টেইনার, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ, ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন ড্রেইনসমূহ নির্মাণ, ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে শীতল ঝরনা থেকে নোয়াখাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত নতুন খাল নির্মাণ, চাক্তাই ও মহেশ খালের সম্প্রসারণ সহ উভয় পাশে সড়ক নির্মাণ, হিজরা খাল, আজব বাহার খালের মুখে পাম্প হাউজ-সহ স্লুইস গেট নির্মাণ, চান্দগাঁও ও লালচান্দ রোডে সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় বহুমুখী ভবন নির্মাণ, নগরীর কাঁচা বাজারগুলিকে আধুনিক, বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ, ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার,কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ, নগরীতে জোনভিত্তিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ, আই. টি. ভিলেজ নির্মাণ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ। এ ছাড়াও বাজেট বক্তব্যে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহিত এবং মন্ত্রণালয়ে পেশকৃত প্রকল্প সমূহ তুলে ধরে বলেন, ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দূষণ-নিরোধী ভস্মীভ, তকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক যান যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ভ, গর্ভস্থ বর্জ্য আধার স্থাপন। ৭১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন-সহ সেবক নিবাস নির্মাণ, নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনস্বার্থে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নতুন নতুন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে

যাচ্ছে। তিনি আশা করেন, আগামী ২ অর্থ বছরের মধ্যে নগরীর অলি-গলি, রাজপথ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও শত ভাগ আলোকিত শহর ও পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার কার্যক্রমও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ুর প্রভাব, অতিবৃষ্টি, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড় ধস সব কিছুকে সামনে রেখে নগরীর উন্নয়ন ও জনপ্রত্যাশা একে একে পূরণ করা হবে। বিগত সময়ে প্রায় সাড়ে ৩ শত কোটি টাকার অধিক দায়-দেনা কাঁধে নিয়ে নগরবাসীর সেবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। নানামুখী জটিলতা ও অব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে নগরীকে নৈসর্গিক ও দৃষ্টিনন্দন করার প্রত্যয়ে বিলবোর্ড অপসারণ, ডোর টু ডোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু, সবুজ নগরী গড়ার প্রত্যয়ে জামাল খান, উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড এবং এয়ারপোর্ট রোডকে প্রথম পর্যায়ে বিউটিফিকেশন কার্যক্রমের আওতায় এনে সমগ্র চট্টগ্রামকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে সৌন্দর্যবর্ধনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৭১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ-সহ জাইকার অধীনে ৩২৪ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে। আশা করা যাচ্ছেÑ আমার মেয়াদের মধ্যে নগরবাসীর সার্বিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্যে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম যুগে যুগে একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন সমৃদ্ধ হরিকেল এলাকা আজকের এই চট্টগ্রাম। আরাকান, ত্রিপুরা ও মোগল এ তিন রাজশক্তির দখল প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছিল এ চট্টগ্রাম। নৌ-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলটি ছিল বিশ্বব্যাপী খ্যাত। চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বন্দর। এ বন্দর দিয়ে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ পণ্যের আমদানি-রপ্তানি হয়। চট্টগ্রাম দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। সুপ্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খ্যাত। তিনি বলেন, তাঁর মেয়াদে এটি ৩য় বাজেট অধিবেশন। বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে চট্টগ্রাম মহানগরীর সম্মানিত ভোটাররা তাঁকে বিপুল ভোটে চট্টগ্রামের মেয়র পদে নির্বাচিত করেছেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩য় নির্বাচিত মেয়র হিসেবে গত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে ২ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই অধিবেশনের শুরুতে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ, ৫২-র ভাষা শহিদদের

এবং ১৯৭১ সালের ৩০ লক্ষ শহিদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করেন। মেয়র সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তাকে মেয়র পদে জননেত্রী শেখ হাসিনা সমর্থন প্রদান করে মেয়র নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছেন বলেই তিনি আজ সেবার দায়িত্ব পালন করতে পারছেন। নগরীর বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাঁদের শ্রম ও মেধা ব্যয় হয়েছে এই নগর বিনির্মাণে তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও যাঁরা তাকে মেয়র নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে নাগরিক সেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাজেট বক্তব্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়নকল্পে বিগত ২ বছরে অনেকগুলো নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে শত ভাগ উন্নয়ন পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও বাসযোগ্য নান্দনিক চট্টগ্রাম গড়ে তোলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা, সালাম ও নমস্কার জানিয়ে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে বহুকাল পূর্ব থেকে চলমান ছিল। শিক্ষা বিস্তারে নূর আহমদ চেয়ারম্যানের স্বপ্ন তাঁর উত্তরসূরিরা আরো বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমানে দেশে-বিদেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক সুখ্যাতির বড় একটি কারণ শিক্ষা বিভাগ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নূর আহমদ নামের এক স্বপ্নদর্শী যে ক্ষুদ্র শিক্ষা-বৃক্ষের চারাটি রোপণ করেছিলেন তা আজ শুধু মহিরুহেই পরিণত হয়নি, বরং এ মহিরুহের ছায়াতলে বসে তারই ফুল-ফল ভোগ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ বর্তমানে ০১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ০২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালু-সহ মোট ৭টি ডিগ্রি কলেজ, ১৪টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি কিন্ডারগার্টেন, ০২টি প্রাথমিক, ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ০৫টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ০১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৩৫০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ০৮টি জামে মসজিদ, ০২টি এবাদতখানা, ০৪টি সংস্কৃত টোল এবং আরো কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের অনেকেই আজও মানবেতর জীবনযাপন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ

হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে তাঁদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গৃহহীন মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহনির্মাণ খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে নগরীর উত্তর কাট্টলীস্থ মরহুম মৌলানা তমিজুর রহমান (মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সাবেক মন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী)এর বাড়িতে এ কর্মসূচির আওতায় 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবন' নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয়েছে। সবুজ নগরী গড়ার প্রত্যয় প্রসঙ্গে আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, বর্তমান বিশে^ও জলবায়ু প্রভাবের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার একমাত্র মাধ্যম সবুজায়ন। বৃক্ষ মানুষের জীবন বাঁচায় এবং পরিবেশ সুরক্ষা করে। তিলোত্তমা চট্টগ্রাম-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ''ছাদ-বাগান' ' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাওয়া স্কুল ও কলেজ-এর ছাদে ''ছাদ-বাগান' ' উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ''ছাদ-বাগান' ' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। নগরীর ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫০টি বাড়ির ছাদে "ছাদ-বাগান" করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সবুজ নগরী গড়ার প্রত্যয়ে সড়ক, সড়ক-দ্বীপ, মিড আইল্যান্ড ও ফুটপাতে সবুজায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ৪১টি ওয়ার্ডের অফিস, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাড়ির ছাদে বাগান কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। ''ছাদ-বাগান' ' বাস্তবায়নকারীদেরকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গাছের চারা, সার, প্রশি ¶ ণ ও মাটির সহায়তা দেবে। নগরীকে একটি গ্রিন সিটিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ছাদ-বাগান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পৃথিবীকে বাঁচাতে ও আমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে সবুজ বিপ্লব শুরু করেছি। পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে ''ছাদ-বাগান' ' গুরুত্বপূর্ণ ভ, মিকা পালন করতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। চট্টগ্রাম-এর কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে দেয়ালে দেয়ালে মুরাল, দেয়ালচিত্র স্থাপন করে রাস্তার দুই ধারের দেয়ালসমূহকে দৃষ্টিনন্দন করা হবে। চসিকের জনবল কাঠামো প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ১৯৮৮ সালের সরকার অনুমোদিত একটি জনবল কাঠামো রয়েছে। উক্ত জনবল কাঠামোতে বিভিন্ন পদের সংখ্যা ৩১৮০টি। ফলে ১৯৮৮ সালের জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল দিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীতে বসবাসকারী ৬০ লক্ষ লোকের যথাযথ নাগরিকসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না

বিধায় বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ীভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে কর্পোরেশনের বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। নাগরিকদের সেবা তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতপূর্বক কর্পোরেশনের ওয়েব-সাইটে প্রচার করা হয়। পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও বাসপোযোগী নগরী গড়ার প্রত্যয় প্রসঙ্গে আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, মহানগরী এলাকাকে নান্দনিক ও সবুজায়ন করার লক্ষ্যে গত ১ আগস্ট ২০১৬ হতে পরিচ্ছন্নতা-কর্মীগণ ডোর টু ডোর গমন করে বিন-এর মাধ্যমে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্টস্থানে রাখার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ২০০০ জন পরিচ্ছন্ন-কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ইতোমধ্যে ঘোষণা অনুযায়ী ১৬৮৩ জন পরিচছন্ন-কর্মী নিয়োজিত করা হয়েছে। নাগরিক সমস্যা অবহিতকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মহানগর এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সরাসরি জানার জন্য আন্দরকিল্লাস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে একটি নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ০৯.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত নগরবাসী যে কোনো নম্বর থেকে ১৬১০৪ নম্বরে কল করে তাঁদের সমস্যাসমূহ জানাতে পারেন। নগরবাসীর সমস্যাসমূহ তাঁদের তথ্যের ভিত্তিতে জরুরিভাবে সমাধানের জন্য বিভাগওয়ারি দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীর সম্মানিত জনগোষ্ঠীর জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নাগরিকদের শত ভাগ স্বাস্থ্যসেবা তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে “স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র” তৈরি করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। “স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র” চূড়ান্তকরণের জন্য আমি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সেলিম জাহাঙ্গীরকে আহŸায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করি। এ কমিটি দীর্ঘ সময় যাচাই- বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-শেষে “স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র” চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করেন। নগর জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিবিরহাটস্থ কর্পোরেশনের নিজস্ব ভ, মিতে একটি আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে। উক্ত পরীক্ষাগারে নগরীর হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। চিকিৎসা-সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি ২ মাস

অন্তর অন্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তা ছাড়াও ভারত হতে আগত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে গরিব, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসপাতালে দন্ত বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজির অধীনে ম্যাপ্টস কোর্স চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ তুলে ধরে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরীকে সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ নগরীকে গ্রিন ও ক্লিন সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের মান আরো উন্নত ও গতিশীল করার নিমিত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরদের সার্বিক সহযোগিতায় স্ব-স্ব ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দিনের পরিবর্তে প্রত্যহ রাত ১০:০০ ঘটিকা হতে ভোর ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ডোর টু ডোর পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বেলা ৩:০০ ঘটিকা হতে রাত ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরে  বলেন, নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪১টি ওয়ার্ডকে ২ ভাগে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আবর্জনা অপসারণ কাজে পূর্বে নিয়োজিত পে-লোডার, ডাম্প ট্রাক, কন্টেইনার মুভার ইত্যাদি গাড়িবহরে এ-বছর নতুনভাবে আরো ডাম্প ট্রাক, কন্টেইনার মুভার, ট্রলি ও টমটম গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর পদ্ধতিতে বাসা-বাড়ি ও সকল প্রতিষ্ঠান হতে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ ছাড়াও বর্ষা মৌসুম সামনে রেখে নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বর্তমানে প্রতিটি ওয়ার্ডের সকল নালা-নর্দমার (বড় নালা ও খাল ব্যতীত) তলা ধরে/ নীচ হতে বর্জ্য উত্তোলনের কাজ অব্যাহত আছে। নগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেটারনিটি, ডায়াগ্নোস্টিক সেন্টার, ল্যাব ইত্যাদির বর্জ্য অর্থাৎ মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সেবা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, স্বল্পব্যয়ে নগরবাসীর নিজস্ব দালান, বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেপ্টিক ট্যাঙ্ক-এর ময়লা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কারের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বর্তমানে একটি বিদেশি এনজিও সংস্থা আধুনিক মানব বর্জ্যবাহী গাড়ি সিটি কর্পোরেশনকে বিনামূল্যে সরবরাহ করায় উক্ত গাড়িটি পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা

(ইউনিট-২)কে গঙট’ -এর মাধ্যমে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আবর্জনা দ্রুত অপসারণের ল ¶ ্যে উন্নতমানের গার্বেজ ট্রিপার এবং কমপেক্টর গাড়ি নিয়মিত আবর্জনা অপসারণ কাজে নিয়োজিত আছে। সম্প্রতি ঢাকায় ও ঢাকার বাহিরেও বেশ কয়েকটি জেলায় চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি এডিস নামক স্ত্রী মশার কামড়ে ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া ভাইরাসজণিত রোগ হতে পারে। এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে বসবাসকারী কেউ চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া না গেলেও আমি পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে নগীরর ৪১টি ওয়ার্ডে মশা-নিধনকারী রাসায়নিক ঔষধ ছিটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার লারবিসাইড ও এডালটিসাইড ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় আগামী দুই মাস নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন কর প্রসঙ্গে বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সবুজ সুজলা সুফলা পাহাড় ঘেরা সমুদ্র ও কর্ণফুলী নদীবেষ্টিত চট্টগ্রাম নগরী। বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে উন্নীত এ নগর। সময় ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নগরবাসীর পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা দিতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কর্পোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস পৌরকর। রাজস্ব আদায়ের কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত পত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে সরকারি দপ্তর/ সংস্থাসমূহের পাওনা হোল্ডিং কর আদায়ে সচেষ্ট রয়েছে। ব্যবসায়ীগণের ট্রেড লাইসেন্স নতুন ও নবায়ন করতে সব সমস্যা সমাধান করে দ্রুত লাইসেন্স গ্রহণ করার লক্ষ্যে তাঁদের ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে স্পট বা তাৎক্ষণিক ট্রেড লাইসেন্স নতুন/নবায়ন ইসু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে ব্যবসায়ীগণের হয়রানি বন্ধ হয়, সহজে ট্রেড লাইসেন্স পায়। এতে ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে সাড়া দিয়েছে এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি পরিশোধ করেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পৌরকর অর্থাৎ (হোল্ডিং, কনজারভেন্সি ও লাইটিং ট্যাক্স) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত হালানাগাদকরণ, কর প্রদানে সম্মানিত হোল্ডিং মালিকগণের অযথা হয়রানি বন্ধ, কর বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং অনলাইন ট্যাক্স পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার প্রত্যয়ে হোল্ডিংয়ের যাবতীয় তথ্য Holding Tax Management System (HTMS) দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪১টি ওয়ার্ডের নগরবাসী এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। আশা করা যাচ্ছে - চলতি অর্থ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর আওতাধীন সকল ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশনের আওতায় আসবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে প্রতি হোল্ডিং-এ কম্পিউটারাইজড বিল জারি করার পব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আপনারা ঘরে বসে সকল তথ্য-উপাত্ত পেয়ে যাবেন, যাতে হোল্ডিং কর ও এর হার এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি পরিশোধ সহজ থেকে সহজতর হয়। মেয়র পৌরকর সংক্রান্ত বিধি বিধান প্রসঙ্গে বলেন, ট্যাক্সেশান রুল্স ১৯৮৬-এর ২১ ধারা মোতাবেক প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর কর নির্ধারণ তালিকা হালনাগাদ করতে হয়। তাই ইতোমধ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে পঞ্চবার্ষিকী কর মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এতে কোনোরূপ করের হার বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। আদর্শ কর তপশিল ২০০৪-এর ধার্যকৃত হারে কর নির্ধারণ ও গ্রহণ করা হচ্ছে। নগরবাসীর অসুবিধার কথা বিবেচনা করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকার ঘোষিত আদর্শ কর তপশিল ২০১৬-এর মতে বিভিন্ন খাতে কর ধার্য্য এবং আদায় থেকে বিরত রয়েছে। কর নির্ধারণী তালিকা নির্ধারণে আপনাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং, হ্যান্ডবিল ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে কর নির্ধারণের পদ্ধতি অবগত করা হয়েছে। নিয়মিত কর পরিশোধ করে শহরকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুন্দর, জলজটমুক্ত, বাসযোগ্য নগরী গড়তে নগরবাসীকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। অবকাঠামো ও সড়ক উন্নয়ন প্রসঙ্গে মেয়র বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট তথা পিচঢালা সড়ক ১১৯৭টি (মোট দৈর্ঘ্য ৬৯২ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.), কংক্রিট সড়ক ১১৭৭টি (মোট দৈর্ঘ্য ২৯৩ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি;), ব্রিক সলিং সড়ক ২০৩টি (মোট দৈর্ঘ্য ৪২.০০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.), কাঁচা সড়ক ২৩২টি (মোট দৈর্ঘ্য ৩৯.০০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.) ; খাল ৩৮টি (এ বিষয়ে জরিপ চলমান)-মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.; কাঁচা অংশের দৈর্ঘ্য ১০৮ কি.মি., পাকা নর্দমার দৈর্ঘ্য ৭৩৮ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.১০ মি.; কাঁচা নর্দমার দৈর্ঘ্য ২৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৪০ মি.; ফুটপাত ১৩৮টি, দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি. ; প্রতিরোধ দেওয়াল দৈর্ঘ্য ৯৪ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি. ; ব্রিজ ১৯৫টি; গভীর নলকূপ ৪২৩টি; কালভার্ট ১০৩২টি। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০৫২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫.০০ কি.মি. রাস্তা, ৩২৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫২.০০ কি.মি. খাল ও নর্দমা হতে মাটি উত্তোলন ও অপসারণ; ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮.০০ কি.মি. নালা-নর্দমা নির্মাণ; ১১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫.০০ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ; ১০০৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২.০০ কি.মি. প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ; ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ; ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫টি ভবন নির্মাণ ও সংস্কার; ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮টি নলকূপ স্থাপন ও উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে।

এডিপি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৫৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৬.০০ কি.মি. রাস্তা, ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ; ১২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.২১ কি.মি. নালা-নর্দমা নির্মাণ-এর কাজ চলমান রয়েছে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেওয়াল, ব্রিজ ও কালভার্ট-এর নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল (২০.৭৩ কিলোমিটার), ড্রেন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ (৪২.৮৭ কিলোমিটার) এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ২২টি ব্রিজের পুনঃ নির্মাণ (উচ্চতা বৃদ্ধি) কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। নতুন খাল খনন প্রসঙ্গে বলেন, “বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন” শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহদ্দারহাট, মোহরা, বাকলিয়া, চান্দগাঁও এবং চাক্তাইসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতাকে হ্রাস করতে সহায়তা করবে। প্রকল্পটির ইতোমধ্যে ১ম সংশোধনীর প্রক্রিয়া চলমান। এই পরিকল্পনার আওতায় সম্প্রতি চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়নকে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই মাস্টার প্ল্যানকে বাস্তবায়নের জন্য যে Investment Project- এর সুপারিশ করা হয়েছে তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিগত দশ মাস পূর্বেই ‘পাওয়ার চায়না’ নামক একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দ্বারা Feasibility Study সম্পন্ন করে প্রকল্প আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।প্রাথমিক প্রাক্কলনে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে (ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত) এবং বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে তিন বছর। এ প্রকল্পের আওতায় কালুরঘাট ব্রিজ থেকে শাহ আমানত ব্রিজ পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি, বাঁধের উপর চার লেন বিশিষ্ট সড়ক এবং এ অংশে ৫টি ব্রিজ, ১২টি স্লুইস গেট নির্মাণ-সহ নদীর তীর রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ ছোট খালগুলো সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় হালদা এবং কর্ণফুলী নদীর শাখা হিসেবে নগরীতে প্রবাহিত ২৭টি খালের মোহনায় স্লুইস গেট নির্মাণের পাশাপাশি বাঁধের তলদেশে ১০টি কালভার্ট নির্মাণেরও সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি খাল এবং মধ্যম সারির খালগুলোর সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট রোডের জাইকার অর্থায়নে নির্মিত ব্রিজ প্রসঙ্গে বলেন, সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্টের অধীনে জাইকা-র অর্থায়নে চট্টগ্রাম নগরীতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মার্চ ২০১৭ থেকে ২২ জুন ২০১৭-এর মধ্যে এ-

সকল ব্রিজ-এর নির্মাণকাজ শেষ করে পবিত্র ইদ-উল ফিতর উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে যানবাহন ও পরিবহণ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, বর্তমান জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য যান্ত্রিক শাখায় ৮টি নতুন ডাম্প ট্রাক, ২টি স্কেভেটর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কাজ আরো গতিশীল হবে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর সম্মানিত জনগণ এর সুফল ভোগ করবেন। নগরবাসীর দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত সময়ে এবং স্বল্পখরচে সকল ধরনের সরকারি এবং বেসরকারি সেবা পৌঁছানোর প্রয়াসে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য অটোমেশন কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে Vehicle Tracking System চালু করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেলারুশ হতে আমদানিকৃত ১টি হুইল লোডার, ৯টি স্কিড স্টিয়ার লোডার, ১টি ব্যাক হো লোডার, ১টি কম্বিনেশন অ্যাসফল্ট লোডার, ১টি টুইন ডাম ভাইব্রেটরি রোলার পেয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। দুর্যোগ ও দুর্বিপাক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় "মোরা" চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা-সহ উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে। আমি উপকূলীয় এলাকার দক্ষিণ পতেঙ্গা, উত্তর পতেঙ্গা, দক্ষিণ হালিশহর-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে নাগরিকদের হালচাল, গতিবিধি ও তাঁদের জীবন-মান এবং ক্ষয়ক্ষতি, বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত নাগরিকদের জীবন-মান সরেজমিনে অবলোকন করে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত নাগরিকদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য চসিক-এর সংশ্লিষ্ট শাখা ও স্থানীয় কাউন্সিলরদের নির্দেশনা প্রদান করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূমিকম্প খাতে চলতি বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম নগরীর ৯ নং উত্তর পাহাড়তলী, ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী, ২৬ নং উত্তর হালিশহর ওয়ার্ডে টর্নেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৪৮ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এ লক্ষ্যে টর্নেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

আলোকিত চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, সম্মানিত নাগরিকগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ-সেবা পৌঁছানোর জন্য ১৩৭৭টি সুইচিং পয়েন্টের মাধ্যমে ৫১ (একান্ন) হাজার এনার্জি, টিউব-লাইট, হাই-প্রেসার সোডিয়াম, LED ও অন্যান্য বাতিদ্বারা সড়ক আলোকায়নের ব্যবস্থা

করা হয়েছে। নগরীর সৌন্দর্যবৃদ্ধি, সড়কে পর্যাপ্ত আলোকায়ন এবং নগরবাসীর রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ও চলাচলের সুবিধার্থে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক কাজির দেউড়ি হতে ইস্পাহানি মোড় হয়ে টাইগারপাস মোড় পর্যন্ত এবং ডি.টি. রোড (আংশিক) পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৫৬.০০ লক্ষ টাকায় ১১৬টি LED বাতি স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া সড়ক বাতিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সোলার স্ট্রিট-লাইট প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন (এসএসএলপিসিসি) কর্তৃক ৫০১২.৬০ লক্ষ টাকায় নগরীর প্রধান প্রধান সড়কের ২ কি.মি. সড়কে সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১০৩টি সোলার প্যানেলযুক্ত এলইডি লাইট এবং ৫৬ কি.মি. সড়কে ৩০১৭টি নন-সোলার LED এনার্জি সেভিং লাইট স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইহা ছাড়া রাত্রিকালীন সৌন্দর্যবর্ধন এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও চলাচলের সুবিধার্থে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মোড়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মেটাল হ্যালাইড বাতি স্থাপন করা হয়েছে। জনসাধারণের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ও চলাচলের সুবিধার্থে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এনার্জি সাশ্রয়ী সিএফএল নূতন লাইট-শেড স্থাপনপূর্বক সড়ক আলোকায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে স্থিত বাতিসমূহ শত ভাগ কার্যকর রাখার পাশাপাশি সকল সড়ক বাতিসমূহ আগামী ২ বছরের মধ্যে LED লাইটে রূপান্তরের পরিকল্পনা আছে। শিশু এবং বাঙালি এতিহ্য প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান শহর যান্ত্রিকতার করাল গ্রাসে বিলীন হচ্ছে বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে শিশুদের মেলবন্ধন। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং নাগরদোলা, মুড়ি-মুড়কি, বিভিন্ন ধরনের পিঠা, হাতে বানানো খেলনা ইত্যাদির সাথে শিশুদের পরিচয় ঘটাতে প্রয়োজন একটি শিশু-বান্ধব নগরী। তাই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ খাতে বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।অন্যান্য সেবা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, বাংলাদেশ-সহ সারা বিশে^ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে অটিজম-আক্রান্ত শিশুর হার। সরকারি-বেসরকারি নানান উদ্যোগ বাংলাদেশেও অটিজম সম্পর্কে বাড়ছে সচেতনতা। সচেতনতা অর্থ সে বিষয়ে শুধু জানা নয়, যার-যার অবস্থান থেকে সেই বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়া। অভিভাবকদের পাশাপাশি সকল পর্যায়ে জনগণ, বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষিত ও পেশাজীবী শুধু তাঁরাই সচেতন হলে হবে না, এই শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে। অটিজম শিশুদের কথা চিন্তা করে চলতি অর্থ বছরে ২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।মাদক প্রসঙ্গে বলেন, মাদক দেশ ও জাতির চরম শত্রæ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নিয়মিত মাদকমুক্ত চট্টগ্রাম মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মত-বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাদক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাদক সেবনে কোনো সুফল নেই। মাদক সহজলভ্য হওয়ায় এর ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। পরিসংখ্যানে জানা যায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ মাদক সেবন করে। তন্মধ্যে কিশোর ও যুবকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। বিত্তবান, মেধাবী, জ্ঞানীগুণী অনেকেই এ মাদকাসক্তিতে আসক্ত আছেন। এই মাদক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেটে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিশেষে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মনে করেন, নগরবাসীর প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম নগরবাসী তাকে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করে যে গুরুদায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেছেন, সকলের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সে পবিত্র দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে পালন করে সমৃদ্ধ ‘ক্লিন ও গ্রিন’ সিটি গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। তিনি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাজেট পেশ উপলক্ষে বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এ বিশেষ সাধারণ সভায় বাজেট প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পরে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা। সাংবাদিক ও কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার পক্ষে আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর শফিউল আলম। প্রধান হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত বাজেট অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করা হয়। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সচিব, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সহ বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫ম নির্বাচিত পর্ষদের বর্ষপূর্তি ৩১ জুলাই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫ম নির্বাচিত পরিষদের ২য় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগামীকাল ৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সোমবার, বেলা ১১ টায়, নগরীর লালখান বাজারস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সুধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত বছরের সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরবেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন।

উক্ত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা